০৬-০৯-১৬ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা তোমাদের এই দেহের ভাব থেকে মুক্ত থেকে অর্থাৎ বর্তমানের এই জরাজীর্ণ পতিত-দেহ থেকে মোহমুক্ত হয়ে এক ও একমাত্র প্রকৃত বাবার সাথে প্রকৃত সম্পর্কে জুড়ে থাকো।"

প্রশ্ন :- বর্তমানের এই সঙ্গমযুগে - বাচ্চারা, তোমাদের কি এমন সহজাত স্বাভাবিক সৌন্দর্য আছে ?

উত্তর :- জ্ঞানের বিশেষ অলংকারে সর্বদা পরিপূর্ণ থাকা - এটাই তোমাদের সহজাত স্বাভাবিক সৌন্দর্য। যারা সেই জ্ঞানের বিশেষ অলংকারে পরিপূর্ণ হয়ে থাকতে পারে, তাদের চেহারাতে খুশীর ঝলক্ এমন ভাবে প্রকাশ পায় যেন তা কোনো বিকশিত ফুল। কিন্তু যদি সেই খুশী পরিলক্ষিত না হয়, তবে অবশ্যই সে দেহ-অভিমান (দেহ-ভাব) স্থিতিতেই আছে। যার কারণে সব বিকারগুলির উৎপন্ন হয়।

গীত:- মহফিল মে জ্বল উঠী শমা .....(বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে প্রকাশিত হয়েছে জ্ঞানের আলো .....)

ওঁম্ শান্তি! এই গীত কি সুন্দর বিচিত্র অর্থ বহন করছে। এই যে প্রেম - তা কার সঙ্গে ? কে কার প্রতি আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত ? এই দুনিয়াদারী ছেড়ে কেন ওঁনার কাছে যাওয়ার এত আগ্রহ ? আর এই প্রেম পূর্বে কবে কার সাথেই বা হয়েছিল ? যে সুপ্ত-স্মৃতিতে তার মনে এই আত্মাহুতির আগ্রহ প্রকাশ পেল ? এত সত্ত্বেও কেন তাঁর প্রতি এত প্রেম ভাব মনে। সত্যি, কি অপূর্ব এই গীতের অর্থ! যেমন অগ্নি-শিখাকে ঘিরে বহ্নি-পতঙ্গের এই পরিক্রমা তা তো কেবল আত্মাহুতি দেবার উদ্দেশ্যেই। তেমনি তোমরা আত্মারাও যখন বাবার কাছে এসে পৌঁছাও, তোমাদের এই শরীরকে তো ছেড়েই আসতে হয়। অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করতে করতে শরীর ত্যাগ করতে হয়। জাগতিক বিচারে, ইনি তো বড় শত্রুই - কিন্তু, যার সাথে আমার প্রেম, তার জন্যই এই আত্মাহুতি - যা মনুষ্য জগত ভয় পায়। তারা তো ভগবানের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে কত দান-পুন্য, তীর্থ-যাত্রা ইত্যাদি করে থাকে। শরীর ছাড়ার সময় মানুষ বলে, ভগবানকে স্মরণ করতে। যেহেতু ভগবানের নামই সব কিছুর সার। উনি অবতীর্ণ হয়েই পুরানো দুনিয়ার সব কিছুই বিনাশ করেন। তোমাদের বাচ্চাদের তো তা জানা আছেই, তোমরা এই ঈশ্বরীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যে পঠন-পাঠন করো, তা সেই নতুন দুনিয়ায় যাবার লক্ষ্যেই। বর্তমানের এই পুরানো দুনিয়াকে পতিত দুনিয়া বা নরক বলা হয়। তাই বাবা আমাদেরকে সেই নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার দিশা দেখিয়ে বলেন - "কেবলমাত্র আমাকেই স্মরণ করো, আমিই সেই স্বর্গীয় ঈশ্বরীয় পিতা(Heavenly God Father)।" জাগতিক লৌকিক বাবার থেকে তো ধন-দৌলত, জমি-জমা, ঘর-বাড়ী ইত্যাদি পাওয়া যায়। কিন্তু কণ্যারা উত্তরাধিকার পায় না, তাদেরকে পরের গৃহে পাঠিয়ে দেয়। । অর্থাৎ তাদের উত্তরাধিকারী বলে মানা হয় না। আর ইনি তো হলেন সব আত্মাদেরই বাবা। সবাইকেই তাঁর কাছে আসতে হয় এবং আত্মাহুতি দিতে হয়। কোনো এক সময় অবশ্য ওঁনাকেও আসতে হয়, যখন সবাইকে ঘরে ফিরিয়ে নেবার পালা আসে। যেহেতু নতুন দুনিয়ায় অনেক কম সংখ্যক মনুষ্যের বাস থাকে। বর্তমানের এই পুরানো দুনিয়ায় তো কত অসংখ্য মনুষ্যের বাস কিন্তু নতুন দুনিয়ায় কত অল্প সংখ্যক মানুষ আর পর্যাপ্ত সুখ-শান্তি। পুরনো দুনিয়ায়

মাত্রাতিরিক্ত মানুষের আধিক্য আর সেখানে দুঃখও অতিরিক্ত। তাই তো তারা হা-হুতাশ করে আর বাবাকে ডাকতে থাকে। মহাত্মা গান্ধী বাপু-জী, যাকে ভারতের জাতীয় জনক বলা হয় - উনিও সেই পতিত-পাবন বাবাকেই ডাকেন আর বলেন, বাবা এসো। যদিও সেই বাবাকে তিনিও স্পষ্টরূপে জানতেন না। অথচ বুঝতে পারতেন। পতিত-পাবন হলেন পরম-পিতা পরমাত্মা। তিনিই হলেন সমস্ত দুনিয়ার মুক্তি-দাতা। রাম-সীতার কাহিনী তো আর সমগ্র বিশ্বে মান্যতা পাবে না। এটা তো ভুল (কারণ পতিত পাবন সীতারাম হতে পারে না) । সমগ্র বিশ্বেই পরমপিতা পরমাত্মাকে মুক্তিদাতা ও দিশা নির্দেশক হিসাবে মান্যতা দেয়। তিনি দুঃখ থেকে মুক্ত করেন আমাদের । আচ্ছা কার কারণে তোমরা এত দুঃখ পেয়ে থাকো ? (শিব) বাবা তো দুঃখ দিতেই পারেন না, যেহেতু উনি হলেন পতিত পাবন বাবা। যিনি আমাদেরকে পবিত্র দুনিয়া সুখধামে নিয়ে যান। তোমরাই হলে সেই (রূহানী) ঈশ্বরীয় পিতার ঈশ্বরীয় সন্তান। যেমন বাবা তেমনি তাঁর বাচ্চারাও। আবার লৌকিক বাবার হল দেহধারী সন্তান । তাই তোমাদেরকেই তা বুঝতে হবে প্রকৃত অর্থে তোমরা আত্মা। পরমপিতা পরমাত্মা এসেছেন আমাদেরকে আশীর্বাদী-বর্সা দিতে। আমরা হলাম তাঁর ছাত্র-- একথা কখনও ভুলে যাওয়া চলবে না। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকে শিববাবা স্বয়ং মধুবনে এসে এই মুরলী শোনান। কাঠ বা বাঁশের বাঁশী তো এখানে নেই । কৃষ্ণের নৃত্যের তাল ও বাঁশীর সুর- এসব তো ভক্তি-মার্গের ব্যাপার। কৃষ্ণ মুরলী বাজান একথা তোমরা বলতে পার না। মুরলী তো শিববাবার দ্বারাই পরিবেশিত হয়। তোমাদের কাছে এমন অনেকেই আসতে থাকবে, যারা ভালো ভালো গীত রচনা করতে পারে। প্রধানতঃ পুরুষেরাই গীত রচনা করে থাকেন । ভক্তি-মার্গের গীত তোমাদের জন্য নয়। তোমাদের তো কেবলমাত্র শিববাবাকে স্মরণ করতে হয়। বাবা স্বয়ং তা বলেন - "কেবলমাত্র এই অল্ফ-কেই(আমাকে)স্মরণ করো।" শিবকে বলা হয় বিন্দু। ব্যবসায়ীরা যখন বিন্দু লেখে, তখন তাকে শিব উচ্চারণ করে। একের পর বিন্দু যোগ হলে তা ১০ হয়। তারপর আবার বিন্দু লাগলে হয় ১০০ ..... এই ভাবেই শিববাবকে স্মরণ করতে হয়। যত বেশী করে শিবকে স্মরণ করো, অর্দ্ধেক কল্পের জন্য ততই ধনবান হয়ে যাও। প্রথম অর্দ্ধ-কল্পে সেখানে কেউ গরীব থাকেই না। সবাই পরম সুখেই থাকে। দুঃখের নাম-গন্ধও থাকে না। বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হয়। তোমরাও অধিক ধনবানে পরিণত হয়ে যাবে। একেই বলা হয় থাকে, প্রকৃত বাবার থেকে প্রকৃত উপার্জন বা বিত্তলাভ। যা মৃত্যুর পরেও সাথে যায়। সাধারণ মানুষ তো খালি হাতেই যায় সেখানে। কিন্তু তোমাদের মুঠো ভর্তি করে নিয়ে যেতে হবে । যার জন্য প্রয়োজন কেবল এই বাবাকে স্মরণ করা আর পবিত্রতা ধারণ করা। তাই তো বাবা বলেন যে, পবিত্রতা থাকলেই শান্তি আসবে, শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ হবে। তোমরা আত্মারাই প্রথমে এত পবিত্র থাকো, যা পরে অপবিত্র হয়ে পড়ো। সন্ন্যাসীদেরও অর্ধ-পবিত্র (Semi-pure) বলা যায়। কিন্তু তোমাদের তো পূর্ণ সন্ন্যাস। তোমরা তো বিলক্ষণ জানো, সন্ন্যাসীরা কতটাই বা সুখ পায়। সে সুখ তো সামান্যই, তারপর তো আবার সেই দুঃখই। এসব যা ভক্তি-মার্গেই ঘটে থাকে। ভক্তি-মার্গে তো হনুমানেরও পূজা করা হয়, তার মূর্তির প্রতি কত ভক্তি দেখানো হয়। চণ্ডীকাদেবীরও কত বিশাল মেলা বসে । তারও চিত্র হয়। যার ধ্যান করবে, তার দর্শণ তো হবেই। কিন্তু তার থেকে প্রাপ্তিটা কি হবে ? অনেক রকমের মেলা বসে, তার থেকে আমদানী অবশ্য হয় তাই না! এসব হচ্ছে জাগতিক আমদানীর ব্যবস্থা । তারা বলে সেসব ব্যবসায় কিছু নেই, বিনা ব্যবসায় নর থেকে নারায়ণ হওয়ার ব্যবস্থা আছে এখানে। এত উঁচু ব্যবসা কদাচিৎ-ই কেউ করতে পারে। বাবাকে নিজের করে, দেহ সমেত সবকিছু বাবাকে নিবেদন করা, তা কেবল তোমরা বাচ্চারাই করতে পারো। যেহেতু তোমরা জানো যে, এরপরেই তোমাদেরকে এখন নতুন শরীর ধারণ করতে হবে। বাবা বলেন, তোমরা কৃষ্ণপুরীতে

(সত্যযুগে) যেতে পারবে কিন্তু তা যখন তোমাদের আত্মা তমোপ্রধান অবস্থা থেকে সতোপ্রধান অবস্থায় পৌঁছবে, একমাত্র তখনই। কারণ তখন সেই কৃষ্ণ-পুরীতে এমন কেউ-ই থাকবে না কি যে বলবে আমাকে পবিত্র বানাও। বর্তমান দুনিয়ার মানুষ তো একনাগাড়ে ডেকেই চলেছে, মুক্তিদাতা এসো .... এসো। এই পাপ-আত্মার দুনিয়া থেকে মুক্ত করো। তোমরা তো এখন তা জেনেই গেছো, বাবা স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছেন, আমাদের ওঁনার সাথে নিয়ে যাবার জন্য। সেখানে (শান্তিধামে) পৌঁছানোটা তো সৌভাগ্যের ব্যাপার! যেহেতু মানুষ শান্তি চায়। কিন্তু প্রকৃত শান্তি বা কাকে বলে - তাই তো জানে না। কর্ম করা ছাড়া কেউ থাকতেই পারে না। আবার প্রকৃত শান্তি তো কেবল শান্তি-ধামেই। যেহেতু আমরা শরীরধারী, তাই কর্ম তো করতেই হবে। সত্যযুগে কর্মের মধ্যে থেকেও শান্তিতে থাকা যায়। অশান্তিতে থাকা মানে দুঃখে থাকা। তাই তো তারা জানতে চায় শান্তি কিসে পাওয়া যায়। বাচ্চারা তো জানতে পেরেছো, শান্তিধাম-ই তোমাদের প্রকৃত ঘর। সত্যযুগে তো সুখ-শান্তি সব কিছুই আছে। তাই তা চাই নাকি কেবলমাত্র শান্তি-ই চাই। বর্তমান যুগটা অতি দুঃখের, তাই তো পতিত-পাবন বাবাকে ডাকা হয়, এখানে আসার জন্য। ভক্তি করার উদ্দেশ্যই হল, ভগবানের সাথে মিলনের আকাঙ্খা। এই ভক্তি প্রথমে থাকে অব্যভিচারী তারপর তা ব্যভিচারীতে পরিণত হয়। ব্যভিচারী ভক্তিতে দেখো, কত কিই না দেখানো হয়। সিঁড়ির চিত্র দ্যাখো, কত সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্য, সর্বপ্রথম তো এটাই প্রমাণ করতে হবে - ভগবান কে ? শ্রীকৃষ্ণকে এত গুণের কে বানিয়েছে। পূর্ব জন্মে উনি কে ছিলেন। এসব বোঝাতে গেলে তো উপযুক্ত যুক্তির প্রয়োজন। যে খুব নিষ্ঠা সহকারে সেবা করে, তার মন তাতে তত সায় দেয়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে মন দিয়ে যে পঠন-পাঠন করে, সে-ই তো জ্ঞানে পটু ও তীক্ষ্ণ হবে। ক্রম অনুসারেই তো সবকিছু হয়ে থাকে। কেউ কেউ আবার ভোঁতা বুদ্ধিরও হয়। সেইসব আত্মারা তখন শিববাবাকে প্রার্থণা জানায়- আমার বুদ্ধির তালা খুলে দাও বাবা। বাবা তখন জানান, তোমাদের বুদ্ধির তালা খোলার উদ্দেশ্যেই তো আমি এসেছি । কিন্তু তোমাদের কর্মই এমন যে, সেই তালা খুলছেই না কিছুতেই। তাই বাবা আর কি করবে। এতই বেশী পাপ করেছে যে, বাবা সেখানে আর করবেই বা কি। শিক্ষককে যদি বলো, আমি তেমন পড়াশোনা করি না - শিক্ষকের আর কি করার থাকে তখন। সেক্ষেত্রে শিক্ষকের কৃপা তো আর পাওয়া যাবে না। খুব বেশী হলে একটু বাড়তি সময় দিতে পারে। যেহেতু তোমাকে বারণ করতে পারবে না। প্রদর্শনী ঘর তো খালী পড়েই আছে, সেখানে বসে অভ্যাস করতে থাকো। ভক্তি-মার্গের গুরুরা যেমন বলে থাকে, মালা জপতে থাকো। কেউ বা আবার বলে, এই মন্ত্র স্মরণ করতে থাকো। কিন্তু এখানে তো বাবা স্বয়ং নিজের পরিচয় জানিয়ে বলেন, একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করবে, তাতেই বাবার আশীর্ব্বাদী-বর্সা পাবে তোমরা। সত্যযুগে পারলৌকিক বাবার বর্সা এমনিতেই পাওয়া যায়, তাই তখন ওঁনাকে স্মরণ করার প্রয়োজন থাকে না। এখন এই আশীর্বাদী-বর্সা আবার ২১ জন্মের জন্য পাওয়া যায়। তাই বাবার থেকে যথেষ্ট পরিমানে সেই বর্সা নেওয়া উচিত কিনা। এই কারণেই বাবা সতর্ক করে বলেন, বিকারের মধ্যে না যেতে। বিকারের স্বাদ অল্প পেলেই, তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেমন, সিগারেটের বা নেশার জিনিষের স্বাদ একবার পেলেই, তা মূহুর্তেই সঙ্গ-দোষের স্বভাবে চলে আসে। তারপর তা ছাড়তে খুবই মুশকিল হয়। তখন কত বাহানা, কত অজুহাত করে সে। তাই এমন কোনও কিছুই স্বভাবের সংস্কারে স্থান দেওয়া উচিত নয়। এইসব ছিঃ ছিঃ সংস্কারকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। বাবা আরও বলেন যে, "এই জীবিত অবস্থাতেই দেহ-ভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। আর তা হবে আমার স্মরণে থাকলে।" দেবতাদের শুদ্ধ ও পবিত্র ভাবে ভোগ পরিবেশন করা হয় - তোমরাও তেমনি পবিত্র খাদ্যই ভোজন করবে।

এখন বাচ্চারা তোমাদেরকে বিকশিত ফুলের মতন সদা-হাস্যময় থাকতে হবে। যেমন কন্যারা তাদের পতিকে পেলে, তাদের মুখমন্ডলে আনন্দের ভাব ফুটে ওঠে। তখন ভাল ভাল গয়না-গাঁটি, কাপড়-চোপড় পরিধান করলে, তাদের জৌলুস-ই বেড়ে যায়। আর তোমরা বাচ্চারা তো জ্ঞানের অলংকারে সুসজ্জিত। সত্য-যুগের স্বর্গ-ভূমিতে তো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর থাকে। তখন কৃষ্ণের নাম হয়-সুন্দর। রাজা-রাণী, রাজকুমার-রাজকুমারী সবাই খুব সুন্দর হয়। যেহেতু প্রকৃতি তখন সতোপ্রধান অবস্থায় থাকে। লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন প্রকৃত সুন্দরের সেই চিত্র, এই দুনিয়ার কেউ তা বানাতেই পারে না। যেহেতু এই চর্ম-চোখে তাদেরকে কেউ দেখতেই পায় না। যদিও কারও কারও সাক্ষাৎকার হয় বটে, কিন্তু হুবহু চিত্র বানাতেই পারে না। তবে কোনো পটু চিত্রকারের যদি সেই সাক্ষাৎকার হয় এবং ঠিক সেই মূহুর্তেই বসে তার চিত্র আঁকতে পারে, একমাত্র তখনই তা হতে পারে। কিন্তু তা খুবই মুশকিলের ব্যাপার। অতএব তোমাদেরই নেশা থাকা উচিত। বাবা স্বয়ং এসেছেন, তোমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই বাবার থেকেই তোমারা স্বর্গে যাওয়ার আশীর্ব্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকো। আর এটাই তোমাদের ৮৪-তম জন্ম -যা পুরো হয়ে যাচ্ছে। এই সব ধারণাগুলি বুদ্ধিতে ধারণ করলেই খুশীতে থাকবে। এক ফোঁটাও বিকারের চিন্তা আসা চলবে না। বাবা তো জানিয়েছেন - কাম-বিকার মহাশত্রু। দ্রৌপদীও এই কারণে কত চিৎকার করেছে। বাবা বলছেন - তোমরা কেবল একমাত্র আমার কথাই শুনবে আর বাবার এই শ্রীমত অন্যদেরকেও শোনাবে। 'যেমন বাপ - তেমনি বেটা'। ছেলেকে দেখলেই যেন বাবার কথা মনে পড়ে। কিন্তু এই বাবা কে ? -- অবশ্যই শিববাবা। শিব আর শালিগ্রামের কাহিনী তো জানোই। শিববাবা যা বোঝান, তাই মেনে চলবে। অর্থাৎ বাবার অনুগামী হও। তাই তো ওনার গুনের এত মহিমা করা হয়। বাবা বাচ্চাদের জানাচ্ছেন, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, বাবার অনুগামী হয়ে পবিত্র হও। অনুগামী বাচ্চারাই স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হবে। লৌকিক বাবার অনুগামী হলে ৬৩-জন্মই তোমারা পতনের সিঁড়িতেই নামতে থাকবে। তাই এখন কেবলমাত্র পারলৌকিক বাবাকে অনুসরণ করে, উত্থানের সিঁড়িতে উঠতে হবে। যেহেতু বাবার সাথেই তোমাদের যেতে হবে। বাবা জানেন, তার এক এক বাচ্চা লাখ টাকার রত্নরাজির সমান। বাবা রোজ রোজ তাই বোঝাতে থাকেন -- মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা শুরুতেই সবাইকে দুই-বাবার পরিচয় জানাতে হবে। লৌকিক বাবার বর্সাতে আত্মারা পতিত হয় আর পারলৌকিক বাবার বর্সাতে পবিত্র-পাবন হওয়া যায়। এতেই তফাৎ-টা স্পষ্ট। সেই পারলৌকিক বাবা-ই এখন তোমাদের পবিত্র-পাবন হতে বলছেন। যারা বিকারে যায়, তাদেরকেই পতিত বলা হয়। তোমাদের উদ্দেশ্য থাকবে, পতিতদের পবিত্র-পাবন হবার দিশা দেখানো। যেহেতু পারলৌকিক বাবা বলছেন, পবিত্র হও। যেহেতু বিনাশ এখন দোরগোড়ায়। সুতরাং এখন কি করা উচিত ? অবশ্যই পারলৌকিক বাবার মত অনুসারেই চলা উচিত। প্রদর্শনী-গুলিতে বুঝিয়ে এই কথাগুলিকেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাও। তারা যেন তা লিখে দেয় - কেবলমাত্র পারলৌকিক বাবাকেই অনুসরণ করবে, নিজেদের এই পতিতপনা ঝেড়ে ফেলবে। তোমরা তার গ্যারান্টীও দিতে পারো, যেখানে বাবা স্বয়ং গ্যারান্টী দিচ্ছেন। তাদেরকে বলো, তোমরা কেনই বা পতিত হও, তারপর আবার পতিত-পাবনকে ডাকতে থাকো, উদ্ধার পাওয়ার জন্য। সবকিছুরই মূল কথা হল পবিত্রতা। তা থাকলেই তোমরা বাচ্চারা দিন প্রতিদিন খুশীতে থাকতে পারো। এটাও ভাববে, বাবা আমাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হওয়ার আশীর্ব্বাদী-বর্সা দিচ্ছেন।

আচ্ছা! মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ-সুমনের ভালবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবা তার রুহানী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার!

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কোনও প্রকারের খারাপ (ছিঃ-ছিঃ) অভ্যাস রাখবে না । জীবিত অবস্থায় থেকেও দেহ-ভানকে ত্যাগ করতে হবে । ফুলের মতন হর্ষিত চেহারা রাখতে হবে।

২) পারলৌকিক বাবাকে অনুসরণ করে পবিত্র হতে হবে। তাঁর শ্রীমত অনুসারে চলার প্রতিজ্ঞা করতে হবে আর অন্যদেরকেও তা করাতে হবে।

বরদান :- দেহের ভান বাবাকে অর্পণ করে সমর্পিত, যোগযুক্ত ও বন্ধনমুক্ত হও (ভব)!

যে দেহ-অভিমানকে অর্পণ করতে পারে, তার প্রতিটি কর্মই দর্পণ হয়ে যায়। যেমন কোনো কিছু অর্পণ করা হলে তা আর নিজের থাকে না, সেই ভাবেই দেহের ভাবকেও অর্পণ করলে, নিজের দেহের প্রতি মোহ-ভাবও কেটে যায় আর দেহের প্রতি আকর্ষণ থাকে না। তাকেই সম্পূর্ণ সমর্পণ বলা যায়। এই প্রকার সমর্পিত হতে পারলে সে সদা যোগযুক্ত ও বন্ধনমুক্ত হতে পারে। তার প্রতিটি সংকল্প, প্রতিটি কর্মই যুক্তিযুক্ত হয়।

স্লোগান :- সর্বশক্তিমান বাবাকে সঙ্গী বানিয়ে নিলে সফলতা তোমার পদতলে লুটিয়ে পড়বে।